যুগান্তর

তারিখ NOV ৩ 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাস এখন শিবিরের মিনি ক্যান্টনমেন্ট

রংপুর অফিস

উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাস ইসলামী ছাত্রশিবিরের মিনি ক্যান্টনমেন্টে পরিণত হয়েছে। শিবির কলেজ ক্যাম্পাসে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও ছাত্রীদের খেলাধুলা নিষিদ্ধ করেছে। কলেজের ৩টি ছাত্র হল শিবিরের দখলে। গত ৩ বছরে কলেজ ক্যাম্পাসে শিবিরের হাতে খুন হয়েছে দুই ছাত্র। আহত ও পঙ্গু হয়েছে প্রায় ৫০ জনের অধিক ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও কলেজ ক্যাম্পাসভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সংগঠকদের অভিযোগে জানা গেছে, কলেজ ক্যাম্পাসে মুক্ত বুদ্ধি চর্চা, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান চেতনাভিত্তিক কার্যক্রমসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সব প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে ছাত্রশিবির। ফলে গত পাঁচ বছর ধরে এ ক্যাম্পাসে শিবির ব্যতীত আর কারও উপস্থিতি ছিল না। কলেজের শিক্ষকদের প্রায় সিংহভাগ জামায়াতপন্থী। ফলে শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যক্রম নিয়ে প্রগতিশীল শিক্ষকরাও মুখ খুলতে সাহস পান না। কারণ তাদের ভেতর বদলি আতংক কাজ করে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রগতিশীল চিন্তা ধারণ করেন এমন প্রায় ৭০ জন শিক্ষককে দেশের বিভিন্ন কলেজে বদলি করা হয়। এ কারণে শিবিরের সব সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও অন্যায় আচরণ মেনে নিয়ে অনেক শিক্ষক কলেজে নীরবে শিক্ষকতা করছেন। কলেজে কোন অধ্যক্ষ বদলি হয়ে আসার পর শিবির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতা করেই তাকে কলেজ পরিচালনা করতে হয়। এর বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি আকতারুজ্জামান মিঠু জানান, কলেজে

সন্ত্রাসীর হামলায় তাদের প্রায় ২৫ জন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হন। এদের মধ্যে ৫ জন এখন স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারছে না। একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ইসলামী ছাত্রশিবিরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ যোগান দেয়া হয় কলেজের বিভিন্ন আয়ের উৎস থেকে। কলেজের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য টেন্ডার, কলেজের বনজবৃক্ষ বিক্রয়, প্রায় ৪শ' বিঘা জমি লিজ দেয়ার নামে টাকা আদায়, কলেজ সংলগ্ন বিভিন্ন ছাত্র মেসে ও কলেজের চারটি ছাত্র হলে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে নিয়মিত চাঁদা আদায় এবং সংখ্যালঘু ছাত্রদের কাছ থেকে নিরাপত্তা ফির নামে অর্থ আদায় করে থাকে শিবির ক্যাডার বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালে ছাত্রলীগ শহর কমিটির নেতা রাশেদুন্নবী হিটলার এদের হাতেই খুন হয়। তাকে কলেজ ক্যাম্পাসে আটক করে মধ্যযুগীয় কায়দায় কলেজের কেন্টিনের ভেতর নিয়ে গিয়ে মেঝেতে ফেলে হাতুড়ি, শাবল দিয়ে পিটিয়ে, ড্রিল মেশিন চালিয়ে এবং হাত-পায়ে পেরেক ঠুকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে নির্যাতন চালানোর পর তার মৃত্যু নিশ্চিত করে ঘটনাস্থলে লাশ ফেলে রেখে চলে যায়। একই বছর তুহিন নামে এক ছাত্রলীগ কর্মীকে কলেজ ক্যাম্পাস সংলগ্ন নিকুঞ্জ ছাত্রাবাস থেকে ধরে নিয়ে এসে শিবিরের ক্যাডার বাহিনী হত্যা করেছে মর্মে অভিযোগ রয়েছে। তার গলাকাটা লাশ কলেজ ক্যাম্পাসে পাওয়া যায়। একটি সূত্র জানায়, তার এক বান্ধবীর সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকার বিষয়টি শিবির ক্যাডার বাহিনী ভালো চোখে দেখেনি। এর ফলশ্রুতিতে তাকে ওই নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে। ছাত্রলীগ রংপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জাসেম বিন জুম্মন

থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম শিবির সন্ত্রাসী বাহিনী নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে গত পাঁচ বছর ধরে এসব সংগঠন কোন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কলেজের ওসমানী, সিএম ও জিএল ছাত্র হল গত পাঁচ বছর ধরে শিবির তাদের দখলে রেখেছে। এ হলগুলো থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসে ও শহরে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী হামলার সব অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে এবং এ হলগুলোতে কলেজ ছাত্রশিবির সদস্যদের পাশাপাশি তাদের দলীয় বহিরাগত সন্ত্রাসীরাও অবস্থান করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেশে জামায়াত-শিবিরের বিভিন্ন এলাকার অস্ত্রবাজ ও মামলার পলাতক আসামিরাও ওই ছাত্রাবাসগুলোতে বিভিন্ন সময়ে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। শিবির নেতাদের অনুমতি ছাড়া কলেজের কোন ছাত্র কিংবা কোন অভিভাবকের শিবির নিয়ন্ত্রিত ৩টি হলে যাতায়াত নিষিদ্ধ। এছাড়া কলেজের চারদিক ঘিরে সরাসরি জামায়াত ও শিবির নেতাদের নিয়ন্ত্রিত শতাধিক ছাত্র মেস রয়েছে। এসব ছাত্র মেস সশস্ত্র শিবির ক্যাডার বাহিনী ব্যবহার করে থাকে। শুধু তাই নয়, তাপসী রাবেয়া, বেগম রোকেয়া ও শহীদ জননী জাহানারা ইমাম ২টি হল ৩টি শিবিরের নিয়ন্ত্রণে। ওই হলগুলোতে জোর করে সাধারণ ছাত্রীদের ছাত্রশিবিরের ছাত্রী সংগঠন ইসলামী ছাত্রী সংস্থার সদস্য হতে বাধ্য করা হয় এবং নিয়মিত দলীয় ফান্ডে টাকা দিতে হয়। শিবির নেতাদের অনুমতি ছাড়া এসব হলে যাওয়া নিষেধ। এমনও অভিযোগ রয়েছে, ওই হলগুলোতে কোন সহপাঠী কিংবা আত্মীয়স্বজন দেখা করতে গেলে শিবির ক্যাডার বাহিনীকে